174

ভোরের কাগজ

তারিখ SEP 16 1999
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

## প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সমীপে

নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার অন্তর্গত ৮৫নং চরদৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ৫০ বছর পূর্বে স্থাপিত। উক্ত বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র বর্তমানে এ দেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৮৩ সালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষকের পদ সৃষ্ট ছিল এবং পাঁচজন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। এরশাদ সরকারের আমলে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হলে তদানীন্তন উপজেলা চেয়ারম্যান তার আত্মীয়স্বজনদের চাকরি দিয়ে থানা সদরে পোস্টিং দেওয়ার জন্য অত্র বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের পদ বাতিল করে চারজন শিক্ষকের পদ পুনঃসৃষ্টি করেন।

বিগত ২ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষকবিহিন মাত্র দুই জন শিক্ষক দ্বারা ৩২৫ জন ছাত্রছাত্রীর পাঠদান চলছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষক পোস্টিং দেওয়ার আবেদন করলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো দুএকজন শিক্ষক পোস্টিং দেন। গত এক বছরে অত্র বিদ্যালয়ে ছয়জন শিক্ষককে পোস্টিং দিলেও তাদের দুএক মাস পর পর বদলি করা হয়েছে।

বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে মাত্র দুইজন নবাগত সদ্য চাকরিপ্রাপ্ত শিক্ষিকা কর্মরত আছেন যাদের দ্বারা পাঠদান চালানো পর্যাপ্তরূপে সম্ভব নয়। গত মে মাসে এক ঘূর্ণিঝড়ে অত্র বিদ্যালয়ের চালাঘরটির একটি চালা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়া বর্ষার ফলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান বন্ধ রাখতে হয়। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর ব্যবস্থা নেওয়াতো দুরের কথা কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনেও আসেননি। বিগত ২৫ নভেম্বরের পর বিদ্যালয়টিতে কোনো শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা পরিদর্শনে আসেননি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, অত্র সমস্যাবহুল বিদ্যালয়টি পুনঃ নির্মাণসহ শিক্ষক পোস্টিং দেওয়ার ব্যবস্থাসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই বিদ্যালয়ের প্রতি বৈরী আচরণের এবং সময়োপোযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

খন্দকার অলিউজ্জামান
বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল